Registered No 15

অমৃত বাজার পত্রিকা

৪ র্থভাগ { ১৩ মাঘ বৃহস্পতিবার সন ১২৭৮সাল ২৫ জানুয়ারি ১৮৭২ খৃঃঅব্দ } ৪৪সংখ্যা।

অমৃত বাজার পত্রিকা।

১৩ ই মাঘ বৃহস্পতিবার

কলিকাতা।

আজি কিছু দিন হইল নাটোরের মৌলবি মাহামূদ রসিদ খাঁ চৌধুরি নাটোরের নিম্ন স্থিত নদী পরিস্কার করিবার নিমিত্ত দশ হাজার টাকা গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করার সংকল্প করেন। তাহার পরে তাহার কি হইল আমাদের জানিবার কৌতুক রহিয়াছে।

বরাহনগর নিবাসী বাবু বৈকণ্ঠনাথ চক্রবর্ত্তীর বাটীতে কোথা হইতে একখানি পত্র আইসে তাহাতে লেখা থাকে যে আমরা তোমার বাটীতে ডাকাইতি করিতে যাইব এবং সেখানে গিয়া যদি চারি হাজার টাকা মজুত পাই তবে ভাল, নচেত তোমার সপরিবার পোড়াইয়া মারিব। বৈকণ্ঠ বাবু এই পত্র পাইয়া ভারি ভিতু হইয়া উহা পোলিসে দিয়াছেন এবং পোলিস হইতে লেখকের অনুসন্ধান হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে বরাহ নগরে যে ডাকাইতি হয় শুনা যাইতেছে তাহাতেও পূর্ব্বে এই রূপ পত্র আইসে এবং এই নিমিত্ত বৈকণ্ঠ বাবু আরও অধিক ভিতু হইয়াছেন। ফল এরূপ ভয়ানক কাণ্ড মহানগরীর অভ্যান্তরে হওয়া অদ্ভুত কথা। একথা শুনিলে বিশ্বাস হয় না এবং এক্ষণও আমাদের প্রত্যয় যে আমাদের সম্বাদ দাতা আমাদিগকে মিথ্যা সম্বাদ দিয়াছেন।

অদ্য এদেশের [illegible] হইবে। এটি বৃহৎ ব্যাপার। গবর্ণমেণ্ট অদ্য কয়েক বৎসর অবধি দেশের জন সংখ্যা লইবার যত্ন করিতেছেন। গত বৎসর ইহার সমুদয় উদ্যোগ করা হয় কিন্তু তথাচ গবর্ণমেণ্ট পারিয়া উঠিলেননা, যাহা হউক, জগদীশ্বরের ইচ্ছা হয় ত গবর্ণমেণ্ট এবার এই বৃহৎ ব্যাপারে সুসিদ্ধ হইবেন। যত দিন সভ্যতার জ্যোতি বিলুপ্ত না হইবে তত দিন অদ্যকার দিনটি জীবিত থাকিবে। অদ্যকার যত্ন যদি সফল হয়, তবে গবর্ণমেণ্ট এত দিন পরে ভারতবর্ষের প্রকৃত উন্নতির প্রধান দ্বারা উদ্ঘাটন করিবেন। দেশের জন সংখ্যা নির্দ্ধারিত হইলে গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয় রূপে জানিবেন যে তাহাদের যত্ন কোথায় কি পরিমাণে আবশ্যক এবং কোথায় তাহার কিরূপ অভাব হইতেছে। যখন গবর্ণমেণ্ট এই রূপ একটী মানচিত্র দ্বারা এক স্থলে বসিয়া সমুদয় ভারতবর্ষের উন্নতি অবনতি, অনিষ্ট উৎপত্তি প্রভৃতি বুঝিতে পারিবেন, তখন এক্ষণকার ন্যায় সংক্রামক জ্বর নিষ্পীড়ন, গবর্ণমেণ্ট আর সচ্ছন্দ চিত্তে বসিয়া দেখিতে পারিবেন না, পীড়া দায়ক টেক্স কর্ত্তৃক দেশ শোষণ করিতে সাহস করিবেন না, সহসা দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া লোকে অনশনে প্রাণ ত্যাগ করিবেনা এবং দেশের সামাজিক, রাজ নৈতিক, বৈজ্ঞানিক, ও মানসিক সমুদয় উন্নতি হইতে আরম্ভ হইবে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে বাবু হরিশ্চন্দ্র তালাপত্রের উদ্যোগে রাজসাহী একটী সঙ্গীত বিদ্যালয় সংস্থাপনের প্রস্তাব হইতেছে। রাজসাহীর জন কয়েক দেশ হিতৈষী ইহার প্রধান উৎসাহী এবং তাহারা যেরূপ আশা করিতেছেন তাহাতে তাহাদের যত্ন সফল হওয়া সম্ভব। বাঙ্গলার অন্যান্য জেলার ন্যায় রাজসাহী সম্পূর্ণ নির্জীব স্থান নহে। এখানকার লোকের যে জীবনী শক্তি সতেজ আছে তাহা উহার ধর্ম্ম সভা, ব্রাহ্ম সমাজ, মুদ্রা যন্ত্র, সম্বাদ পত্র প্রভৃতি পর্য্যালোচন দ্বারা অনায়াসে বোঝা যায় সুতরাং রাজসাহীতে সঙ্গীত বিদ্যালয় সংস্থাপন যে হইতে পারে আমরাও তাহা সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বাস করি। যাহা হউক আমরা দেখিতেছি এত দিন পরে বাবু শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুরের যত্ন সফল হইতে চলিল। এদেশীয় দিগের মধ্যে তিনি দেশীয় সঙ্গিতের মুমূর্ষ অবস্থা প্রদর্শন করিয়া সশঙ্কিত হন এবং কায় মন বাক্যে উহাকে পুনর্জীবিত করিতে যত্নশীল হন। তিনি এই বিষয়ে কি কি উপায় অবলম্বন করিতেছেন আমরা গত বার তাহার কিয়দংশ প্রকাশ করিয়াছি। যাহা হউক যখন রাজসাহীর ন্যায় অন্যান্য জেলার কৃতবিদ্যরা সংঙ্গীতের প্রতি যত্ন দেখাইবেন তখনই শৌরীন্দ্র বাবুর রোপিত বৃক্ষ ফলে সুশোভিত হইবে। আমরা ভরশা করি রাজসাহীর যুবকেরা তাদের প্রতিষ্টীত বিদ্যালয় সম্বন্ধে শৌরীন্দ্র বাবুর নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহণ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিবেন। শৌরীন্দ্র বাবু সঙ্গীতকে হৃদয়ের সঙ্গে আদর ও প্রীতি করেন সুতরাং তিনি এবিষয়ে অনেক সদুপদেশ দিতে পারিবেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে মহকুমা মাগুরার মুনসেফ বাবুর বিপদের কথা লিখিয়াছি। সে ঘটনাটী এই। লড়ালের জমিদারগণের একটী আমলাকে মকর্দ্দমা বিচার কালীন ঝিনাদহের মাজিষ্ট্রেট কি গালি দেন। তিনি এই নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেটের নামে হরমত বাহার দাবি দিয়া মাগুয়ার মুনসফের নিকট লালিশ করেন। মুনসেফ বাবু মাজিষ্ট্রেটের বিপক্ষে ২০ টাকার ডিক্রি দেন এবং তিনি নাকি রায়ে এমন কোন ভাব প্রকাশ করেন যাহাতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি দোষ স্পর্শে। এবং এই রূপ রাষ্ট্র যে এই নিমিত্ত লেফটেনেণ্ট গবর্ণর তাহার উপর বিরক্ত হন এবং ইঙ্গিত করেন যে জজ সাহেবের নিকট মাজিষ্ট্রেট আপিলকরেন এবং যদিএই আপিলে মুন্সেফের রায় রদ হয় তবে লেফটেনেণ্টগবর্ণর মুন্সেফকে এই নিমিত্ত জওয়াবদিহির অধীনে আনিবেন। এরূপ রাষ্ট্রের মূল কি এবং ইহা কত দূর সত্য তাহা আমরা জানি না তবে বোধ হয় দিনাজ পুরেরও অন্যান্য কয়েক স্থানের ঘটনা দেখিয়া লোকে এটী রটনা করিয়া থাকিবে। সে যাহা হউক আমরা শুনিলাম জজ সাহেব মুনসেফের রায় রদ করিয়াছেন এবং তাহার বিচারের কোন কোন স্থল তিনি অত্যন্ত দোষাইয়াছন। যদি লেফনেণ্টে গবর্ণর বৈরক্তির বিষয় যেরূপ রাষ্ট্র তাহা সত্যহয় তবে মুনসেফ বাবুর ভারি বিপদ এবং যদি প্রকৃত ইহাতে তিনি বিপদাপন্ন হন তবে এতদিন পরে সিবিলিয়ান গণের বিপক্ষে বাঙ্গালি হাকিমেরা কোন বিচার করিতে আর সাহস করিবেন না। দিনাজ পূরের মুন্সেফ এই নিমিত্ত পদচ্যুত হইলেন, চব্বিশ পরগণার এক জন মুন্সেফের এই নিমিত্ত কাণের কাছ থেকে তির গিয়াছে আবার যশোহরে এই আর একটি উপস্থিত। আমরা ভরসা করি এই আপিলের কাগজ সমুদায় হাইকোর্ট তলব দিয়া লইয়া মুন্সেফের দোষ কত দূর ও কি পরিমাণ হইয়াছে তাহার বিচার করাহইবে। জেলার জজ যে পক্ষপাতিত্বকরিয়াছেন তাহা আমরা বলি না, তবে হাইকোর্টের জজ দিগের বিচার প্রতি দেশের লোকের অপেক্ষাকৃত অধিক আস্থা এবং এ সমুদয় বিষয়ে সুক্ষ্ম বিচারে অভাব হইয়াছে এরূপ রাষ্ট্র হওয়া নিতান্ত অনিষ্টকর। ফল আমরা ভরসা করি মুন্সেফ বাবু সম্বন্ধে আমরা যাহা শুনিতেছে সম্ভবতঃ তাহার সমুদয় কাল্পনিক হইবে।

লেফটেনেণ্ট গবর্নরকে, সিলেক্ট কমিটিকে, এবং যে সমুদয় ব্যক্তিরা বিশ্বাস করেন যে মিউনিসিপেল আইন বিধি বদ্ধ হইলে দেশের বিশেষ মঙ্গল হইবে তাহাদিগকে আমরা অনুরোধ করি যে রাজসাহীর চৌকিদারি পঞ্চাইত দ্বারা কত অত্যাচার হয় তাহার বিষয় একবার অবগত হউন। এবং তাহার পরে মিউনিসিপেল আইন মফস্বলে প্রচার করা না করা সাব্যস্ত করুন। পঞ্চাইতের সভ্যেরা অনুগত লোককে ট্যাক্স হইতে অব্যাহতি দিয়া যাহাদের সঙ্গে বিবাদ আছে তাহাদের উপর অধিক ট্যাক্স ধার্য্য করেন, ট্যাক্স নিয়ম মত আদায় হয় অথচ অনেক চৌকিদারে ৩।৪ মাস এক পয়সা মাহিয়ানা পায় না। গ্রামে কোন রূপ বিবাদ বিসম্বাদ হইলে পঞ্চাইতের সভ্যেরা তাহার বিচার এবং অপরাধিকে আপন ইচ্ছামত দণ্ড করেন। অনেক স্থলে সভ্যেরা জন সংখ্যা লওয়া হইবে বলিয়া মানুষ প্রতি দুই পয়সা করিয়া ট্যাক্স ধার্য্য ও আদায় করিয়াছেন। এই রূপ রাষ্ট্র সত্য মিথ্যা ধর্ম্ম জানেন। রাজসাহীর পোলিসের প্রতি এই অনুসন্ধানের ভার অর্পণ করিলে এবিষয় প্রকাশিত হইবে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট কমিশনারগণের প্রতি আজ্ঞা দিয়াছেন যে প্রতি মহকুমার মাজিস্ট্রেটগণের নিকট কুইনাইন বিক্রয়ার্থে রক্ষিত হইবে এবং যদি প্রয়োজন হয় তবে প্রতি থানায় কুইনাইন রক্ষিত করা আবশ্যক। গবর্ণমেণ্টে ঔষধ বিক্রয় দ্বারা দেশের যে হিত চেষ্টা পান তাহা এত দিন কতক পরিমাণে সুসিদ্ধ হইবে।

আমরা শুনিলাম যশোহর নগরের চর্তুস্পার্শে অত্যন্ত উলাউঠা হইতেছে। আমরা বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছি যে হমিওপ্যাথি ক্যাম্ফার এবং কলিস ব্রাউন্স ক্লোরোডাইন উলাউঠায় বিশেষ উপকার করে। আমাদের বিবেচনায় এ সময় সকলেরই নিকট এই দুইটি ঔষধ রাখা কর্ত্তব্য।

৫ টাকা মূল্যের নোট এদেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং সম্ভবতঃ সত্বর উহা দেশে প্রচলিত হইবে।

সিন্ধুর কমিশনার লোণামাটী উর্ব্বরা করিবার নিমিত্ত একটী নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। লোনামাটীতে প্রথম কোন এক ফসল উৎপাদন করিতে হইবে এবং গাছ রাখিয়া উহার অগ্রভাগ হইতে শস্য কর্ত্তন করিয়া লইবে। এই গাছের সঙ্গে ভূমি কর্ষণ করা বিধেয়। পরে বন্যা কি অন্য কোন গতিকে ভূমিতে জল আইলে এই গাছ পচিয়া উহাতে কতক সার পড়ে। এবং পূর্ব্বোক্ত প্রণালী পুনোপুন অবলম্বন করিলে পরিণামে উহার লবণত্ব নষ্ট হয়। আমাদের দেশে এ প্রণালীটী তেমন নূতন নহে, সকলেই না হউক অনেকেই ইহা জানে।

খোখা দিগের বিদ্রোহী সম্বন্ধে ইংলিসম্যানের এক জন সম্বাদ দাতা এইরূপ লিখিয়াছেন। গত ১২ এবং ১৩ জানুয়ারিতে তাহাদিগের একটী উৎসব হয় এবং ইহাতে বিস্তর খোখার সমাগম হয় এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে তাহাদের গুরু রাম সিংহকে জিজ্ঞাসা করে যে জ্ঞানসিংহকে গবর্ণমেণ্ট ফাঁশী যে দিয়াছেন তাহার প্রতি বিধান করিবার কোন উপায় তিনি অবলম্বন করিবেন কিনা? তিনি বলিলেন যে না তিনি তাহার কিছু করিবেন না, তাহাতে তাহারা বলিল, তিনি না করেন, তাহারা করিবে। এবং এইরূপ শুনা যায় যে রামসিংহ তাহাদের মনের এইরূপ ভাব জানিয়া উহা ডিপুটী ইনেস্পেক্টরের নিকট জ্ঞাত করায়। এবং তিনি খোখাদিগকে গ্রাম হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন এবং গ্রামে আর প্রবেশ না করে এই নিমিত্ত একজন প্রহরী রক্ষা করেন। ইহারা তাহার পরদিন অপরাহ্ণে মলদ নামক গ্রামে প্রবেশ করিয়া তিন ব্যক্তিকে হত এবং এক জনকে আহত করে। তিন খানি তরবার, একটি কামান এবং তিনটি অশ্ব হস্তগত করে। গ্রাম বাসিরা তাহার পরে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। এখান হইতে বিতাড়িত হইয়া তাহারা মেলার কোটলা আক্রমণ করিয়া মালখানার মধ্যে প্রবেশ করে, ও দারগা এবং আর কয়েক ব্যক্তি তাহাদের দ্বারা হত হয় কিন্তু শেষে এখান হইতে বিতাড়িত হয় এবং তাহাদের ৮ জন দাঙ্গাতে মরে। তাহারা তদপরে অন্য এক গ্রামে প্রবেশ করে কিন্তু তাহারা সেখানে কোটলার দারগা নাজির নিকট পরাস্থ হয়। তাহাদের ৬৮ জন আবদ্ধ হইয়াছে ইহার মধ্যে ২৯ জন প্রায় সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছে। পাতলিয়াতে তাহাদের অপর সকল লোক ধৃত হইয়াছে এবং এক্ষণে আর কোন গোল নাই।

বাবু ক্ষেত্র মোহন বসু যশোহরে স্মল কজ কোর্ট জজ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি ১৫ বৎসর ক্রমান্বয় হাইকোর্টে উকালতী করিয়া শেষে মুনসফী পদ গ্রহণ করেন এবং হাইকোর্টের জজ জেকসন সাহেব তাহাকে তৃতীয় শ্রেণী মুনসফি পদ হইতে একেবারে স্মল কজ কোর্ট জজি পদে আরূঢ় করিয়াছেন।

আমরা শুনিলাম জষ্টিস লুই জেকসন সাহেব এবার ৫৬ বৎসর বয়সের নিয়মানুসারে সবরডিনেট ও স্মল কজ কোর্ট জজ দিগের পনের জনকে কার্য্য হইতে অবসৃত করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

বর্দ্ধমান ও হুগলি সংক্রামক জ্বর দ্বারা উচ্ছিন্ন গেল। বর্দ্ধমানের মহারাজা জ্বরে প্রপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থে পঞ্চাশ হাজার টাকা গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করেন। গবর্ণমেণ্টও ইহার প্রতিবিধানের যথেষ্ট যত্ন পাইতেছেন কিন্তু এক্ষণ পীড়া যে রূপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং যত অর্থের প্রয়োজন তাহাতে জন সাধারণের সাহায্য ভিন্ন আর দুইটী জেলা রক্ষা পায় না। সাধারণে ইহার প্রতি যথোচিত মনোযোগী হন এই নিমিত্ত লেপটেনেণ্ট গবর্নর সাধারণকে সম্বোধন করিয়া একখানি পত্র সম্বাদ পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা ভরসা করি লেপটেনেণ্ট গবর্ণরের সম্বোধন ব্যার্থ হইবে না।

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর দ্বাদশ কবিতা নামক এক খানি কাব্য মুদ্রিত করিবেন তাহার একটি কবিতা 'সূর্য্য' আমরা গতবারে প্রকাশ করিয়াছি। আমরা সাধারণতঃ কবিতা মুদ্রিত করি না তবে দীন বন্ধু বাবুর ন্যায় বিখ্যাত গ্রন্থ কর্ত্তার কবিতার প্রতি আমরা সাধারণ নিয়ম খাটাইতে পারিলাম না।

প্রজার বন্ধু কোথায়?

জন সাধারণের স্বার্থ কি এদেশে চিরকাল এই রূপ অপ্রতিহত ভাবে অনিষ্ট হইবে। দরিদ্র কৃষক, পতনশীল মধ্যবৃত্ত যে আর রক্ষা পায় না? গত বৎসর যখন দেশে সেসকর বসিল তখন আমাদের আশা ছিল যে দেশ সমেত লোক এবার এক বাক্য হইয়া উহার প্রতি[illegible]দ করিবে কিন্তু কৈ কেহ কিছু তো কর[illegible] আর একটী বিবাদ উপস্থিত এবং লেফনেণ্ট গবর্ণর যেরূপ প্রস্তাব করিতেছেন এদেশে যদি সেইরূপ গ্রামে২ মিউনি সিপ্যালিটী বসে তবে সর্ব্বনাশ! তবে যে দেশের কি গতি হইবে, দরিদ্র প্রজারা কি ভয়ানক নিষ্পীড়ন সহ্য করিবে তাহা জগদীশ্বরই জানেন। তাহাদের মস্তকে এই বজ্র ঘুর্ণিয়মান হইতেছে অথচ তাহারা স্বপ্নেও উহার কিছু জানেনা এবং যে দিন অকস্মাৎ বজ্রাঘাৎ হইবে সে দিন দেশে হাহাকার ধ্বনি পড়িবে। এই বিপদে নিরোপায় প্রজাদিগকে রক্ষা করিবে? এবং এদেশে কি কেহ নাই যে তাহাদিগকে রক্ষা করে? তাহাদের প্রতিনিধি সভা করা প্রস্তাব যাহারা করিয়াছিলেন তাহারা কি দেশ উচ্ছিন্ন গেলে তাহাতে প্রবিষ্ট হইবেন? অনেকে প্রজার বন্ধু বলিয়া ভান করিয়া থাকেন তাহারা কি কেবল জমিদারগণকে গালি দেওয়ার সুযোগের নিমিত্ত এইরূপ ভান

করেন। আমরা শুনিলাম সে দিন দেশের জন কয়েক প্রধান প্রধান লোক পিপিল্স এসোশিয়েসন সংস্থাপনের নিমিত্ত একটী সভার অধিবেশন করেন। যাহারা এই সভার অধিবেশন করেন তাহারা প্রকৃত বড়লোক এবং তাহাদের ন্যায় একজন লোকে কায়মনবাক্যে যত্ন করিলে এরূপ একটী ব্যাপার সম্পন্ন হইবার সম্ভবনা। সভার প্রতি অনেকের অকৃত্রিম যত্ন ও আছে অথচ এটি যে কেন হয় না তাহা আমরা জানি না। প্রজাকুল জমিদারগণের নিষ্পীড়নে চিরকাল দুঃখে দিন অতিবাহিত করিল, গবর্ণমেণ্ট আবার তাহাদিগের শোষণ করিবার নিমিত্ত সহস্র সহস্র দ্বার খুলিলেন, যাহারা কৃষক বন্ধু তাহারা এক্ষণ নিঃশ্চেষ্ট থাকিলে ইহাদের আর উপায়ান্তর নাই। আমরা জানি কৃষকদিগের প্রতি সদয় এমন লোক দেশে বিস্তর আছেন। সম্বাদ পত্রের দুই একখানি ব্যতীত আর সকলেরই যত্ন কিসে দরিদ্র চাষাদিগের অবস্থা উন্নতি হয়, কেবল অপ্রতুল, উদ্যোগের। সভার সমুদয় উপকরণ দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুত আছে, কেবল এমন ব্যক্তির অভাব যাহারা এই সমুদয় গুলি একত্রিত করিয়া উহা অবয়ব বিশিষ্ট করেন। ব্রিটিশইণ্ডিয়ান এসোশিয়েশন যদি একটু সদয় চিত্ত হইতেন তাহা হইলে এটী এত দিন অনায়াসে হইত। জমিদারগণেরা অত্যাচার করুন আর যাহা করুন, তাহারা প্রজার শোণিত শোষণ করুন আর না করুন, তাহারাই মনোযোগ না করিলে ইহাতে আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিবনা তাহাদের অর্থ আছে, সামাজিক পদ আছে। ক্ষমতা আছে এবং তাহাদের অনেকের শোণিত জীবন্ত আছে। তাহাদের দোষের মধ্যে যে কেহ কেহ অধিক স্বার্থপর কিন্তু তাহারা যদি আপনাদের প্রকৃত স্বার্থ চান তবে বিবাদ বিসম্বাদ সমুদয় ভঞ্জন করিয়া দেশ সমেত একত্রিত হউন। বিট্রিশ ইণ্ডীয়ান এসোশিয়েশনকে মূল করিয়া জেলায় জেলায় এক একটী সভার অধিবেশন করুন। সভার নামটি পরিবর্ত্তন করিয়া সাধারণের স্বার্থ বোঝা উহার এমন কোন নাম রাখা কর্ত্তব্য, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোশিয়াশনকে লোকে জমিদারের সভা বলিয়া জানে সুতরাং ও নাম থাকিলে কাজ হইবে না। ফল যত দিন দেশ সমেত লোক এক বাক্য না হইয়া গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাচারি কার্য্যের প্রতিরোধ না করিবে ততদিন দেশের মঙ্গল নাই। যেদেশ স্বাধীন সেখানে রাজনৈতিক দলাদলি দ্বারা মঙ্গল হয় বটে কিন্তু স্বেচ্ছাচারি রাজশাসন দ্বারা যে দেশ শাসিত হয় সেখানে সকল রকম ঘরোয়া বিবাদই অনর্থের মূল হয়। এরূপ দেশে গবর্ণমেণ্টের ঘরোয়া বিবাদ করিয়া দেওয়া ইষ্ট আছে। কারণ তাহা হইলে তাহারা যখন যে দিকে সুবিধা পান তাহার সঙ্গে যোগ দিয়া নিজের স্বার্থ সাধন করিতে পারেন। জমিদারে এবং প্রজায় এখন যে এত বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে তাহার প্রকৃত মূল এই এবং প্রজা ও জমিদারের যত দিন এ ভ্রম ঘুঝিবেন না ততদিন কেহ নিজের স্বার্থ রক্ষা করিতে পারিবেন না প্রত্যুত আপন অনিষ্ট আপনি করিবেন। প্রজাকে গবর্ণমেণ্ট সহজে জমিদারের প্রতি বিদ্রোহী করিয়া তুলিতে পারেন। জমিদারেরা যদি স্বার্থপর না হইয়া প্রকৃত প্রজার বন্ধু হইতেন তথাচ এদেশের ন্যায় নির্ব্বোধ অশিক্ষিত প্রজাকে তাহাদের বিপক্ষে প্রবৃত্ত লওয়ান নিতান্ত কঠিন কাজ হইত না সুতরাং তাহারা যদি কোন বিষয়ে জমিদার গণের প্রতি কোন অপরাধ করিয়া থাকে তবে তাহাদের উহা মনে করা উচিত না। জমিদারেরা প্রজার সঙ্গে মিলিত হইলে সুদ্ধ প্রজাকে রক্ষা করা হইবে তাহা নহে তাহাদের বলও অসংখ্যা গুণে বৃদ্ধি হইবে। যদি কখন গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্য গতি প্রতিরোধ করিতে কেহ পারে তবে সে বাঙ্গালার নিরীহ প্রজা গণ। ইহারা নিস্তব্দে, শান্ত ভাবে, অবিচলিত চিত্তে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহকারে বিনা অস্ত্রে বিনা শোণিত পতনে যেরূপ যুদ্ধ করিতে যানে পৃথিবীর কোন জাতিতে তাহা জানে না। আমাদের প্রজারা ইওরোপীয় দেশের সব দিগের ন্যায় উন্মত্ত নহে, ইহারা রাজাকে কেবল স্বার্থের নিমিত্ত প্রীতি ভক্তি করে, না। তাহাদের রাজভক্তি মজ্জাগত। তাহাদের কোন অভাব হইলে, তাহাদের প্রতি কোন অত্যাচার হইলে তাহারা বল দ্বারা তাহার প্রতি বিধানের যত্ন করিতে জানে না। তাহারা রাজার নিকট কোন বিষয় তাহাদের স্বার্থ আছে বলিয়া দাবি করে না। তাহারা তাহাদের দিন হীন অবস্থা দেখাইয়া তাহাদের হৃদয়ের কষ্ট গুলি সমুদয় এক এক করিয়া বলিয়া পিতার নিকট হইতে পুত্র যেরূপ আবদার করে রাজার নিকট সেইরূপ আবদার করিয়া রণ জয়ী হয়। নীল হাঙ্গামার সময় তাহাদের সে শান্তিভাব ও অধ্যাবসায় আমাদের যখন মনে হয় তখনই আমাদের বিশ্বাস হয় যে যদি তাহাদের ঐরূপ সাধু ও দেবভাব একবার উত্তেজন করা যায় তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট হৃদায় নিশ্চয় দয়ার ও সুবিচারের আবির্ভাব হইবে।

East Bengal has often displayed more energy and pluck than the favoured people of Calcutta in matters of social reform. She is far ahead of them and from a recent resolution of the inhabitants of Dacca it appears that they are determined not to be behind the metropolis in what may be called ther material prosperity. It has cost the Calcutta Justice some 70 lacs to supply whole some water to the inhabi- but the people of Dacca have set about a similiar work with only 50 thousand rupees placed at their disposal by the benefices of Khaja Abdool Ganny C. S. I. and the prospect of 20 thousand more from the Bengal Govt. We wish them every success. Their success would be a grand event in the history of Indian municipalities—as it would be perhaps the first useful work done at a cheap cost.

INCOME TAX REPORT—Government does real service in a statistical point view by publishing its administration Reports. We wish they were more full and correct but notwithstanding they generally contain matters which throw much light upon the state of our society. The income tax Report is certainly a most important and interesting document. We are a poor nation but we live under a foreign and therefore exacting and expensive Government. We want to know how far we are able to bear further burdens and we want to point the fact out to Government. We want to know whether we are taxed as leniently as it is alleged we are, by Europeans. But of that hereafter. The Board's Report is however defective in many points. Incomes have been grouped into seven classes but under what principle, it is not stated. You cannot even make a guess what the income of a tax payer under class 7 may be. We tried however to find it by various arithmetical process but we could not. Another defect and we should consider it a very great defect indeed is the omission of the divission of the tax payers into Europeans and Natives. Perhaps this omission was not an oversight but was purposely and we believe very wisely made. It may not be desirable to let the Natives know that it is the European who bears the chief burden of the tax. This fact if pointed out to Natives may make them lukewarm in their oposition to the tax. Government Servants may not breathe a syllable against the income tax, they may not like to embarrass Government, but who would not be pleased, from Lord Mayo down to the lowest Official to see it abolished? We fear when the Papers attack Lord Mayo aud Mr. Temple for imposing a tax upon incomes they only please them. We fear also that, when last year a member of the Supreme council attacked the income tax with unbecoming violence he believed that however Government might frown upon him in public, he will secretly please even the highest Officials. Such being the state of the feeling of Government Officials no wonder that the Board should also try to help surreptitiously to undermine the tax. But perhaps we do wrong to the Board for the insinuation for the Member in charge of the income tax in his very admirable minute freely

be got from some sources of taxation other than the normal ones, I consider the income tax the best form of direct taxation as being the only one which falls upon trading profits as well as upon profits from land. But it should be levied only from well-to do classes." But if we have wronged the Board we believe we have not wronged the government Officials. New let us see what are the opinions of these Officials regarding this tax.

Mr. Campbell. (*Presidency Commissiner*) Since the British connection with India began no measure has been ever introduced which caused such deep dislike to our rule—to use a mild term. [Perhaps a zemindar told him so].

Mr. Haughton. (*Commissioner, Cooch Behar*) The tax is simply hateful to all who pay it. [Cerainly every tax is hateful to all who pay it. Mr. Haughton again pays the income tax and the tax is therefore on his own showing hateful to him.]

Mr. Simson. (*Commissioner, Dacca.*) The landlords generally recovered their taxes from their tenants [A proof please]

Mr. Dalton. (*Comissioner, Chota Nagpore.* The tax was bitterly resented. (By whom pray, by the Europeans or Natives ?)

Mr. Ravenshaw. (*Commissioner, Orrissa.*) There is no possible impost that could be devised so thoroughly unsuited to India. [Why, is it because India is a penuinsūla and bounded by very high mountains on the North ?]

Mr. Hankey. (*Commissioner, Chittagong.*) The tax is universally unpopular. [Even to those who do not pay it, their number being 3 to 4 hundred times larger than those who pay it ?]

Then follow the opinions of Collectors and Deputy Commissioners who certainly vied with each other in their efforts to denounce the "hateful impost" "the odious tax" "so unsuited to the genius of the Hindoo nation" and "which has created such a sullen discontent from one end of the country to the other." What have we to say against the concurrent testimony of so many experienced and able Revenue Officers ? Only this, that following Mr. Haughton's argument the income tax is simply hateful to all who pay it we can safely conclude that these Officers having been made to pay the tax simply hate it and therefore they can never form any unbiassed and sound opinion upon it. But after all we have the testimony at least of one more Revenue Officer besides Mr. Money, who himself having paid the tax, did not object to its continuance. Mr. Allen Collector of Beerbhoom writes "I do not think on the whole that any thing that can be called extensive discontent prevails. The number touched by the tax bears a small ratio to the population, and though many notice of aseessment, yet having now been exempted, they will escape further trouble.' But in spite of this "concurrent testimony" it is very difficult to deal with the following unusually stubborn fact. The following statement gives the number of persons assessed during the year;—

Class I	68,186
Class II	24,841
Class III	12,748
Class IV	7,314
Class V	12,018
Class VI	1,850
Class VII	121
Total	127,078

Taking the population of all Bengal at 40 millions, the above statement shows one person taxed in every 314 of the population. Can this fact be shaken by the concurrent testimony of millions of Commissioners and Collectors ? To make use again of Mr. Haughton's statement the tax is hated by one lac and twenty seven thousand people but *thirty nine millions and nine lacs* of the population are quite indifferent to it. Those interested persons who state after such a fact that the tax is universally unpopular simply speak an untruth consciously or unconsciously God alone knows. Do these one lac and twenty seven thousand persons again actually hate the tax ? First of all deduct from the number the large number of Europeans whose discontent certainly Government does not care much. The tax may be unsuited to a penuinsula like India but the Britishers are used to it from a long time. Then we believe however heavily the tax may tell upon the poorer tax payers, certainly people with incomes of 10 thousand and upwards may not feel it so heavily as the Revenue Officers would make us believe. If we deduct then the 14 thousand assessed under classes 5, 6, and 7 the number upon whom the tax falls with something like pressure would be reduced to one lac and 13 thousands. We do not here at all allude to the fact that incomes below 750 have been exempted and that would at once reduce the number of tax payers to about fifty thousand only in a population of 40 millions ! This tax is said to be unpopular. According to this view one in 800 will be touched. Certainly this one unfortunate may hate the tax, abuse the Government Mr. Temple and Lord Mayo, but 800 poor people will with uplifted hands pray for the prosperity of a Government which has saved people who are poor and taxed them only for its maintaiuce who only can afford to do it.

Further taxation in Bengal.—The muffusil municipalities Bill may be termed "a bill to impose further taxes in Bengal." What other purposes the proposed Bill will serve it is hard to tell. The untiring determination appal us. We are so tired and exhausted that we can but offer a feeble opposition to the various attempts of Government to force money from us by various pretexts, but Government is as vigorous and persevering as ever. After several years of hard fighting the cess was imposed. As usual we were worsted and wanted repose, we now see our troubles have not ended as yet. The Bill has been given to the Select Committe for consideration and that means that, however modified, the Bill is surely to be passed at last. Why was not the question raised by any of the members of the Legislative Council whether the Bill should be proceeded with or not ? Were the members afraid or unwilling to embarrass Government; who then represented the people in the Council ? Why then maintain such a farce as the Legislative Council to delude the people if there is no member bold and disinterested enough to advocate their rights ? Why did not the Advocate General who should above all understand constitutional questions breathe a syllable whether for or against the Bill ? Was he too afraid to embarrass Government ? And they mean to give self Government and elective councils to our *Chasas* while the biggest European Officials and our boldest zemindars tremble to speak out their minds to the Executive head of the Province. The Lieutenant Governor can not bite, but the magistrates can and that whenever and wherever they choose. For ourselves we would most certainly prefer to be "bold" and "independent" before His Honor than before an Assistant or a Joint. In the Select Committee there are three Natives and if they would persist many of the objectional features of the Bill might be removed, but the exemplary loyalty of Moulovee Abdul Lateef khan Bahadoor is well known to the world. His pious love for the Government will we fear outweigh his love for his country and the only modifications in the Bill must rest with the exertions of Babu Digambur, Raja Joteendramohon and we trust partially with Mr. Dampier. Then to begain with the animated debate which took place last Saturday. Mr. Bayley headed the debate and first of all gave it as is opinion that the germ of elective representation was perhaps the greatest boon that was in the power of Government to give. That Government must be very poor indeed, the *greatest* boon that it has at its disposal for its children being the *germ* of electiae representation to *municipalities*. Do not Euglishmen retain India for the good of India ? But let that pass. But does Government really mean to give the greatest boon which according to Mr. Bayley it has at its diposal to the people ? Did Mr. Bayley really believe that Government was going to give the greatest

boon it can give to the people? The boon is a snare but the tax to be imposed upon the poor people of Bengal must be in genuine silver. The boon then resolves itself in to this: Government compels the people to raise a certain sum and them leaves to them some of its legitimate duties to be performed by them by their own money and in return gives the peeople as Raja Joteendra Mohon aptly represents it the power to choose their own mode of death. But even this choice is hampered by somany conditions that practically even there the people would have no choice of their own. If we write strongly against the Bill it is because we regret to find an attempt on the part of the Government to mislead the people by fair promise, which it never meant to or could perform. As we have often said really give the people the "grestest boon" at the disposal of the Government and then you will have some right to impose additional taxes. Mr. Robinson whom we heartily thank for his speech urged Government to take steps to ascertain the views of as large a proportion of the Native community as possible especially with regard to the different form of taxation to be imposed upon the people. Is government prepared to do that? Before giving the people a privilge is it not desirable to give them the privilege to say out their say, whether they want such privileges or not?

The next point alluded to by Mr. Bayley in his speech was the smallness of offlcial. members. He was of opinion that the officials will be always difeated by the people which again would weapen the executive. Certainly Mr. Bayley never meant to crack jokes in such company he most probably sincerely believed what he said, we only regret that His Honor mistook his man and gave not the charge of the Bill to him. Mr. Bayley urges Government to go a step further and to remove even the very few redeeming features the Bill has. Well, what if the people defeat the Goverment certainly does not Government mean to teach the people self Government? Mr. Bayley forgets that a real fight can never take place betwen a helpless people and a despotic Government, if the provision in question realy weaken the executive simply another consolidation will remove the objection. But if these contemplated institutions really prove so many engines of oppression, what means the people have to deliver themselves. Mr Bayley then comes to the subject of taxation. He says "that a tax on processions is a most reasonable and sensible one," And why reasonable and sensible? "Beacause" continues Mr. Bayley "people who liked to have the luxury of a procession should pay for it" Very grand idea indeed, On this very sensible and reasonable ground many more taxes might be imposed. "People who liked to have the luxury ef passing his nights with his wife must pay for it," we believe Mr. Bayley will not think we have made any unfair use of his arguments. The thing is why should those who liked to enjoy the luxury of a procession pay Government any thing for it? We do not pay to Government for fall the luxuries that we enjoy. Se much for Mr. Bayley. His speeh put us so much out of humovr that we forgot today what we originally intended to dis cuss systematically all the provissions of the Bill.

মহারাণী স্বর্ণময়ী বহুবাজারস্থ হিন্দু একাডামি নামক ইংরাজি বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে ৫০ টাকা দান করিয়াছেন।

বাকসার সামাজিক সভার সম্পাদক বাবু ত্রৈলক্য নাথ চৌধুরি আমাদিগকে এই সম্বাদটি উপহার দিয়াছেন।

"দিনাজ পূর নিবাসিনী শ্রীমতী রাণী শ্যাম মোহিনী দেবী এবং কাসিম বাজার নিবাসিনী শ্রীমতী মহা রাণী স্বর্ণ ময়ী প্রত্যেকে ১০০,৩০ টাকা বাক্সা সামাজিক সভার দাতব্য ঔষধালয়ের সাহায্যার্থ প্রদান করিয়াছেন। এবং পূটিয়া নিবাসিনী শ্রীমতী রাণী শরৎসুন্দরীদেবী উক্ত সভার উদ্দেশ্য সাধন করণাভিপ্রায়ে ৫০ টাকা প্রদান করিয়া যে কি পর্য্যন্ত উপকার করিয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত। এক্ষণে প্রার্থনা করি যে তাহারা সুস্থ থাকিয়া এইরূপ বঙ্গবাসীজনের উপকারে রতথাকেন।"

গত মঙ্গলবারে দ্বাচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মোৎসব ইহয়া গিয়াছে। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবৎসর দেবেন্দ্র ও কেশব বাবু উভয় ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ী দিগের সতন্ত্র উৎসব হয়। উন্নতিশীল ব্রাহ্মেরা এ বৎসর ১১ মাঘের পুর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমাগত ৭ দিন নানা রূপ উৎসবে অতিবাহিত করিয়াছেন। দেবেন্দ্রবাবু দিগের যেরূপ প্রতিবৎসর হইয়া থাকে সেই রূপ সমারোহে উৎসব কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছে। উন্নতি শীল ব্রাহ্মেরা এবৎসর ব্রাহ্মিকা দিগের আন্দোৎসব নিমিত্ত একটি সতন্ত্র দিন নিয়োজিত করেন এবং এই উৎসবের সমুদয় কার্য্য কলাপ তাহাদের দ্বারা সম্পাদিত হয়।

ধর্ম্মোৎসব সৃভাবতঃ তিন কারণে উৎপত্তি হয়। সহসা ধর্ম্মানন্দ হইতে উন্মত্ততা উপস্থিত হইয়া, কোন ধর্ম্মপর্ব্বো পলক্ষে এবং সম্প্রদায়িক ধর্ম্মের অধিপতিরা নিজ দলবলের ও আধিপত্যের সীমা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত সময় সময় উৎসব করিয়া থাকেন। ১১ মাঘের উৎসবটী প্রথম জাতীয় নহে ইহার উদ্দেশ্য হয় দ্বিতীয় নয় তৃতীয় অথবা উভয় জাতীয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম অদ্যাপি উন্নতশীল অবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছে। ইহার ধর্ম্মযাজকেরা যদি সময় সময় কোন উৎসব উপলক্ষে আপনাদের আধিপত্য কতদূর কি হইল তাহা পরীক্ষা করেন তাহাতে তাহাদের দোষ দেওয়া যায় না ফল তাহারা এরূপ পরীক্ষা দ্বারা ধর্ম্মের উন্নতি কি অবনত দেখিতেছেন তাহার এক একটী বিবরণ বৎসর বৎসর প্রকাশ করা অতি কর্ত্তব্য। ইহা জানিবার নিমিত্ত অনেকের কৌতুক হয়। এবার যখন কালেজের মাঠে দাঁড়াইয়া কেশব বাবু বক্তৃতা দিলেন তখন তিনি কি বুঝিলেন? তখন কি তিনি বুঝিলেন যে তাহার যত্ন সফল হইয়াছে? দেবেন্দ্র বাবুর সমাজে এবার অপেক্ষাকৃত বিস্তর লোকের সমাগম হয়। দেবেন্দ্র বাবু বাটী থাকেন না। সম্প্রদায়ী মাত্রে এক একজন নেতার আবশ্যক করে এবং দেবেন্দ্র বাবুর অভাবে তাহার সমাজ প্রায় নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক এবৎসর সত্যেন্দ্র বাবু বাটি ছিলেন বলিয়া এতলোকের সমাগম হয় যে অনেকে স্থানাভাবে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রবাবুর সমাজে বালক বালিকাদিগের গানে অনেকে বিমোহিত হইয়াছিলেন। আমরা যদি পারি তবে বারান্তে এই প্রস্তাবটিতে আবার হস্তার্পণ করিব তবে এইবার দুটি কথা বলি। কেশব বাবু কি দেবেন্দ্র বাবু যেন এরূপ সংকীর্ণ স্থানে আর উৎসব না করেন এবং কেশব বাবুরা যদি নগর সংকীর্ত্তন করেন তবে যেন যাহারা গান করিবে তাহার উহা পূর্ব্বে উত্তম রূপে শিক্ষা করেন।

সংবাদ।

—হুগলি এবং বর্দ্ধমান জেলার সংক্রামক জ্বরে প্রপীড়িত ব্যক্তিগণ সাহায্য প্রদানের ভার বাবু ভগবান বসুর উপর অর্পিত হইয়াছে। তিনি এ কার্য্যের প্রকৃত উপযুক্ত পাত্র।

—এই রূপ শুনা যাইতেছে যে ফাইনেন্স বিভাগের যত গেজেটেড পদ আছে তাহা এই অবধি সিবিলিয়ান গণ দ্বারা পূর্ণ করিবেন গবর্ণমেণ্ট এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। এটী কি শ্যাম বাবুর বিলাতে তলব হয় তাহারই নিমিত্ত করা হইতেছে।

শ্যামের রাজা পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিলে তাহাকে ফিরিঙ্গিদিগের ন্যায় দেখা যায়, রাজা সচরাচর কাল কুর্ত্তি কামিজ ও গলাবন্ধ ব্যবহার করেন। তিনি মস্তকে তৈল ব্যবহার করেন এবং মস্তকের মধ্যে শিতি কাটেন। দেখিতে খর্ব্বাকৃতি মুখশ্রী বুদ্ধিমানের ন্যায় ও ভারি ভদ্র।

—শ্যামের রাজার চারি খানি রণ তরি আছে এবং ইহার প্রত্যেক খানিতে এক এক জন ইংরাজ নাবিক আছেন।

—বোম্বাইতে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে একটী বিধবা বিবাহ স্বত্বর নির্ব্বাহিত হইবে।

—মান্দ্রজে এক ব্যক্তির একটি বানর ছিল সে ব্যক্তি বানরটীকে এত ভাল বাসিত যেখানে আপনি যাইত বানরটীকে সেইখানে সঙ্গে করিয়া যাইত একদিবস সেব্যক্তি কিছু অর্থাদি লইয়া দেশ ভ্রমণে বহির্গত হয়। বানরটী ও তাহারসঙ্গে থাকে। এমত সময়ে এক মাঠের মধ্যে কতকগুলি দস্যু তাহাকে ধৃতকরে তৎপরে তাহাকে বধ করিয়া একটি শুষ্ক পাতকোয়াব ভিতর ফেলিয়া দিয়া বৃক্ষের পত্র এবং তরুলতাদি দ্বারা তাহার সেই মৃতদেহ আচ্ছাদন করিয়া এবং তাহার অর্থাদি সকল ঐ মাঠের একস্থানে পুতিয়া রাখিয়া পলায়ন করে। যে সময়ে ঐ ব্যক্তিকে দস্যুগণ ধৃত করে সে সময়ে বানরটী লম্ফ প্রদান করিয়া একটি বৃক্ষের উপর বসিয়াছিল। যখন দস্যুগণ চলিয়া গেল, তখন সেই বানরটী বৃক্ষ হইতে নামিয়া উক্ত গ্রামের তসিলদারের বাটীতে উপস্থিত হয় এবং ভাবভঙ্গি ও মিনতি দ্বারা এরূপ ভাব প্রকাশ করিল যে তসিলদারকে যেন কোনস্থানে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতে ছে। তসিলদার বানরের এই রূপ মিনতি দেখিয়া কতক গুলিলোক সঙ্গে লইয়া বানরের সঙ্গেং চলিল। নিরূপিত স্থানে উপস্থিত হইয়া বানরটী পাতকোয়ার দিকে অঙ্গুলি নিদ্দেশ করিতে লাগিল। তৎপরে কএক জন ব্যক্তি পাতকোয়ার ভিতর নামিয়া দেখে যে একটি মৃত দেহতক লতা আচ্ছাদনে শায়িত রহিয়াছে। সকলে এক ত্রিত হইয়া সেই দেহটীকে উপরে তুলিল। পুনরায় আর এক স্থানে গিয়া বানরটি মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিল। তৎপরে সকলে উপস্থিত হইয়া দেখে যে অর্থাদি সকল তথায় পোতা রহিয়াছে। এই সকল ব্যাপারের পর বানরটী সেই সকল লোক সঙ্গে করিয়া তর্থাদর বাজারে উপস্থিত হইল এবং সৌভাগ্য ক্রমে দস্যুদিগের মধ্যে একজনকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে আচড়াইতে কামড়াতে লাগিল। ঐ সকল ব্যক্তিগণ সেই ব্যক্তিকে দোষী বিবেচন করিয়া ধৃত করিল। অবশেষে সেই ধৃতলোক আপন মুখহইতে হত্যার সমস্তবিষয় স্বীকার করে। এক্ষণে দস্যুগণ সকলেই ধরা পড়িয়াছে! বানরের কি আশ্চর্য্য বুদ্ধি। লোকে বলিয়া থাকে যেইহারা ট্যাক্স দিবার ভয়ে কথা কয় না বাস্তবিক একথা টি বড় মিথ্যানহে। বিশ্বদূত

—ইংলিশ ম্যানে একজন বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যে তিনি ভুত ভবিষ্যত বর্ত্তমান গণনা করিতে পারেন। এবং গণনা করিতে তিনি৫ টাকা মাত্র পারিশ্রমের মুল্য প্রাথনা করেন। সত্য হউক মিথ্যা হউক এটী পরীক্ষা করিয়া দেখা কত্তব্য।

—গত বৎসর বন্দবস্ত দারা আসামের পোলিস হইতে৩০হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। লেফটেনেণ্ট গবর্ণর এবৎসর সংকল্প করিতেছেন যে আসিটেণ্ট ও ডিষ্ট্রেক্ট সুপারিটেণ্ডেণ্ট উঠাইয়া দিয়া ডিপুটী কমিশনারের অধীনে পোলিস রক্ষা করিবেন, তাহা হইলে আরও ব্যয় কমিবে।

—এইরূপ রাষ্ট্র যে আসামের শিক্ষা বিভাগের ভার চিফ কমিশনারেরহস্তে অর্পিত হইবে। ক্যাম্বেল সাহেব যে রূপ প্রণালীতে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে তিনি শিক্ষা বিগের অপলোপ করিয়া উহা অন্য কোন বিভাগে প্রবিষ্ট করাইবেন।

—বালিকাদিগের শিক্ষা প্রদানার্থে আমিবিকান মিশনারীরা গোহাটিতে একটী স্কুল সংস্থাপন করিয়াছেন।

—টাইমস অবইণ্ডীয়ার বিরুদ্ধে মেঃ সোডোব পোয়ার নামক একজন পাদরি আর একটী লাইবেল আনিতেছেন।

—লেফটেনেণ্ট গবর্ণর সম্প্রতি বারাশাত পরিদর্শনার্থে তথায় উপস্থিত হন। এই উপলক্ষে বারাশাতে ভাবি ধূম ধাম হয়, বাজি পোড়ে এবং নগর মুসজ্জিত করা হয়। ক্যাম্বেল সাহেব সেখান হইতে ভাবি সন্তুষ্ট হইয়া আসিয়াছেন।

ইংলিশ ম্যান পবলিক ওয়ার্ক বিভাগের কর্ম্মচারি নলেন সাহেবের সসপেণ্ডের কথা রাষ্ট্র করিয়া যেমন জন সাধারণকে সন্তুষ্ট করেন, তাহার প্রতিবাদের দ্বারা জন সাধারণ তেমনি দুঃখিত হইয়াছেন। লেফটেনেণ্ট গবর্ণরের চক্ষু কি এ সমুদয় কর্ম্মচারির উপর নিপতিত হয় না।

—ইতি মধ্যে দার্জিলিংঙ্গে ভুকম্প হইয়া গিয়াছে।

—ইংলণ্ডে ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে পীড়িত গাভীর দুগ্ধ পান দ্বারা শিশু সন্তানগণের নানা রোগের উৎপত্তি হইয়াছে।

—একজন ডাক্তার রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিবার একটী সুন্দর যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন যন্ত্রটী ক্ষুদ্র তাপমান যন্ত্রের ন্যায়। দুই কি আড়াই ইঞ্চ লম্বা। রোগীর বাম পার্শে অথবা বাহুর নিম্নে উহা রক্ষিত করিতে হয়। রোগীর দশ মিনিট স্থির থাকা আবশ্যক। দশ মিনিটের পর যন্ত্রটী স্থানান্তরিত করাহয় এবং নাড়ীর গতি পারদ দ্বারা নিণীত হয়। প্রতিদিন সকালে এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা অনায়াসে জানা যায় যে রোগীর নাড়ীর গতি কি রূপ চলিতেছে।

—ইউরোপে তিনটী অদ্ভুত কাণ্ডের উদ্যোগ হইতেছে। প্রথম, ফরাশিরা এইরূপ কল্পনা করিতেছেন যে ক্যালেও ডোবারের মধ্যে ধুমা কলের জাহাজের উপর দিয়া একেবারে ৩০ খানা রেলওয়ের গাড়ী চালাইবেন এবং এক ঘণ্টা ত্রিশ মিনিটে এখানে পরাবার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। দ্বিতীয় লণ্ডনের নিকট অদ্ভুত একটী রেলওয়ে ষ্টেশন নির্ম্মাণের প্রস্তাব ইংরাজেরা করিতেছেন। লণ্ডনে যত রেলওয়ে আছে তাহার মূল সমুদয় এখান হইতে বহির্গত হইবে তৃতীয়টি ব্রাইটনের নিকট হইতে সাগর জল উত্থিত করিয়া লণ্ডন নগর ধৌত করিবার কল্পনা।

—শুনা যাইতেছে যে হাইকোর্টে জজ জেকশন সাহেব আগামি মার্চ মাসে ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন।

—শুনা যাইতেছে যে কলিকাতা স্মলকজ কোর্ট নির্ম্মাণের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট ৩ লক্ষ টাকা মুঞ্জুর করিয়াছেন। পুরাতন পোষ্ট আফিস যেখানে ছিল সেইখানে কাছারি ঘর সম্ভবতঃ নির্ম্মাণ হইবে।

—গবর্ণমেণ্ট হইতে বাবু ঈশ্বর চন্দ্র ঘোষাল, রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

—এ বৎসর যে সমুদয় ব্যক্তি কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হইয়াছেন তাহার মধ্যে আমরা ডাক্তার তঁমিজ খাঁ খাঁ বাহাদুর বাবু দুর্গা চরণ লাহ এবং বাবু গৌরদাস বসাখের নাম দেখিয়া ভারি সন্তুষ্ট হইলাম। ইহারা সকলেই উপযুক্ত পাত্র।

—শ্যামের রাজা উপস্থিত হওয়ায় কলিকাতায় ক্রমান্বয়ে অদ্য কয়েক দিবস উৎসব যাইতেছে। গত শনি বার গড়ের মাঠে বাজি পোড়ে। বাজি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল।

—হিন্দুহিতৈষিয়ী বলেন আমেরিকাতে ১৫ বৎসর বয়স্ক কোন ভদ্রলোকের বাম বাহুতে এক ঘা ছিল; তিনি অনেক প্রকার চেষ্টা করিলেও আরোগ্য হইলেন না, তখন তাঁহাকে কেহ কেহ পরামর্শ দিল যে অন্যের শরীরের এক খণ্ড চর্ম্ম আনিয়া লাগাইয়া দিলে এই ঘা আরাম হইবে। ভদ্রলোক তাহাতে স্বীকৃত হইয়া কোন নিগ্রোর শরীর হইতে এক ইঞ্চ পরিমাণ চর্ম্ম আনিয়া ঐ ক্ষত স্থানে লাগাইয়া দিলেন, তৎপর কিছু ঔষধ দিয়া ঐ স্থানে পটি বান্ধিয়া দিলেন। তাহাতেই তাঁহার আরোগ্য লাভ হইল। এক মাস পরে তিনি ডাক্তারের নিকট যাইয়া দেখাইলেন যে ঐ নিগ্রোর চর্ম্মের গভিকে তাঁহার হস্তের এক তৃতীয়াংশ নিগ্রোর বর্ণ হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন; বোধ হয় উক্ত শ্বেতবর্ণ ভদ্রলোক শীঘ্র নিগ্রোবর্ণ হইবেন। সকলের না হইলে কিছু লজ্জা আছে।

—শ্যামের রাজা গত সোম বারে দিল্লি যাত্রা করিয়াছেন। তিনি সেখানে এক সপ্তাহ থাকিয়া আগ্রায় এবং তাহার পরে ক্রমে লক্ষ্ণৌতেও বোম্বাই গমন করিবেন। মোম্বাইতে তিনি এক সপ্তাহ থাকিয়া বানারস দিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

—আমিরিকায় ইতিমধ্যে একটি বিবাহ হইয়া গিয়াছে তাহার বর কন্যা এবং অপর ১৬ জন বর যাত্রী বোবা ও কালা।

—পুরুষে এত দিন স্ত্রী দিগের উপর যে প্রভুত্ত করিয়া আইসেন আমিরিকার মেয়েরা তাহার প্রতিশোধ লইতে আরাম্ভ করিয়াছে সম্প্রতি ইণ্ডিয়ানাতে একজন মেম তাহার স্বামীকে বিক্রয় করিয়া একটি সিবন যন্ত্র ক্রয় করিয়াছে।

—গণনা দ্বারা নিণীত হইয়াছে যে পৃথিবীতে ৭০ কোটি লোকে ইংরাজি ভাষা কথোপকথোন করে।

সমালোচনা

এই এক নূতন। এখানি আজ বৎসরাবধি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়া উহার দুই পর্ব্ব সমাপ্ত হইয়াছে আরও কয়েক পর্ব্বে উহা সমাপ্ত হইবে। গ্রন্থকর্ত্তা এই দুই পর্ব্ব সমালোচনার নিমিত্ত আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন কিন্তু আমরা ভারি দুঃখিত হইতেছি যে গ্রন্থকারের অভিষ্ট আমরা আপাতত সিদ্ধ করিতে পারিতেছিনা। গ্রন্থখানি এক্ষণ অসম্পূর্ণ অবয়ব বিশিষ্ট আছে আমরা ইহার সম্বন্ধে সুতরাং ভাল মন্দ কোন কথা এক্ষণ বলিতে সাহস করি না। বলিলে হয়ত শেষে অনুতাপ করিতে হইতে পারে। গ্রন্থকর্ত্তা সম্ভবতঃ ইহার সমালোচনা দেখিতে কতক ব্যগ্র হইতে পারেন, এটী স্বাভাবিক ইহাতে আমরা তাহাকে দোষ দেই না কিন্তু আমরা এক্ষণ সহসা কোন মত ব্যক্ত করিলে তিনিও শেষে অনুতাপ করিতে পারেন যাহা হউক এই এক নূতনের গ্রন্থকর্ত্তা প্রভৃতি অনেক গুলি উদ্যোগী পুরুষ আমাদের ভাষা সরল সুন্দরাবয়ব বিশিষ্ট করিতে যে রূপ যত্ন দেখাইতেছেন তাঁহাত কৃতকার্য্য হউন আর অকৃতকর্য্যে হউন তাহাদের অনুষ্ঠান যে মহৎ তাহার কোন সন্দেহ নাই।

গণিত দর্পণ, শ্রী শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও চুণিলাল শীল কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। গ্রন্থকার প্রথমত একটী ছোট বিজ্ঞাপন লিখিয়াছেন ও "কোন কোন মহোদয় উৎসাহ প্রদান করেন, তন্নিমিত্ত কয়েক খানি প্রধান প্রধান ইংরাজি পাটী গণিত পুস্তক আহ্বান করিয়া এই পুস্তক খানি লিখিত হইল এক্ষণে যদি এতৎ পাঠে বালক দিগের কিঞ্চিৎ পরি মাণেও উপকার হয় তাহা হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব ইতি।" এই প্রথমত উপসংহার টুকুও দিয়াছেন। কিন্তু বালক দিগের উপকার হইবে কি না? তা বোধ হয বালকেরা ভাল বোঝেনা আমরা যেমন বুঝিয়াছি তাহাই লিখিতেছি। কোন চিত্র করের কাছে কোন ব্যক্তি তাঁহার পুত্রকে চিত্রকর্ম্ম শিক্ষা করিতে দেন প্রথমে এই রূপ নিয়ম হয় যে চিত্রকর একবৎসর নিয়মিত বেতন লইয়া সেই বাল কটিকে একরূপ পারদর্শী করিয়া তাহার পিতাকে বুঝাইয়া দিবে। পুত্রের পরিচয় পাইয়া চিত্রকর প্রথম দিনই পিতাকে বলিল আমি দুই বৎসরের বেতন না পাইলে ইহাকে শিখাইতে পারিবনা এ কুশিক্ষা পাইয়াছে সেগুলি ভুলিতে এক বৎসর লাগিবে আমি আগে জানিতাম এ কিছু জানেনা"। কুশিক্ষা এমনি অনিষ্টকর পদার্থ। বালক দিগের কুশিক্ষা না হয় এই আমাদিগের ইচ্ছা। ও সেই জন্যই এই সমা লোচনা। প্রথমেই পরিভাষা। গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম পংক্তি প্রথম সূত্র। "য দ্বারা কোন একটী মাত্র অবিভাজ্য পদার্থ বোধ হয় তাহাকে একক কহে অর্থাৎ যখন ১, ২, ৩, ইত্যদি সংখ্যা পৃথক২ রূপে গৃহীত হইয়া শুদ্ধ তিনমাত্র রাশি বোধক হয় তখন তাহাকে একক কহে।" গ্রন্থকার যদি বিবেচনা করিয়া থাকেন যে এরূপ সূত্র দ্বারা বালক দিগের কি কাহারও কোন উপকার হইবে তবে তাঁহার ঘোর ভ্রম হইয়াছে। একটি পদার্থ একক, এ যে জলকে জল দুধকে দুধ। কতক গুলি এমন পদার্থ আছে যে তাহাদের দার্শনিক লক্ষণ নির্দ্দেশ করা অত্যন্ত দুরহ। "একক" তাহারি একটি। এমন স্থলে ছেঁলে ভুলা নই চেষ্টা না করাই ভাল। ৩১ পৃষ্ঠা। ৪৭ সূত্র। "যদি কোন একটি রাশিকে তৎসদৃশ অঙ্ক ভিন্ন অন্য কোন অঙ্কদ্বারা ভাগ করিলে ভাগ শেষ না থাকে; তবে তাহাকে গুণনীয়ক কহে।" "তৎ-সদৃশ অঙ্ক" কি? কোন অঙ্কের "সদৃশ যে কোন অঙ্ক হয় তাহা আমরা জানিতাম না। "তবে তাহাকে গুণনীয়ক কহে।" গুণনীয়ক কি সেই অঙ্কের নিরবচ্ছিন্ন উপাধি হইল? "গুণনীয়ক" বলিলেই কাহার গুণনীয়ক বলিতে হইবে, গুণনী য়ক কাহার? সেই রাশির। তাহলে বোঝা গেল।

৪৯ সূত্র। "যে অঙ্কটি, দুই অথবা তাহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক রাশির এইরূপ এক সাধারণ গুণনী-য়ক যে তাহা অপেক্ষা কোন গুরু রাশি তাহার গুণনীয়ক হইতে পারেনা। তবে তাহাকে উহার সাধা-রণ—গুণনীয়ক কহে। যেমন ১৮, ২৭, ও, ৩৬, এই তিরাশির একটি গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক ৯" এই একটি সূত্রে চারিটি ভুল। প্রথম দুটি ভুল "তাহার" ও "উহার" এই দুই পদ ব্যাবহার; এ দুটি বহুবচন সর্ব্ব নাম নহে কিন্তু এস্থলে বহুবচন পদ ব্যব-হার্য্য—। তৃতীয় ভুলটি "একটি গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক" এই পদ ব্যাবহার। গরিষ্ঠ সাধারণ গুণ নীয়ক একটি বই দুটি হইতে পারে না। এরূপ ভুল দেখিলে গ্রন্থকারকে নিতান্ত অব্যবসায়ী বোধ হয় চতুর্থ ভুল "তবে তাহাকে উহার সাধারণ গুণ-নীয়ক কহে।" গরিষ্ঠ সাধারণ-গুণনীয়কের লক্ষণ করা এই সূত্রের উদ্দেশ্য কিন্তু সেই "গরিষ্ঠ" কথাটিই গ্রন্থকার ভুলক্রমে ছাড়িয়া দিয়াছেন এ প্রকার অনবধানতা, বৈজ্ঞানিক গ্রন্থকারের এরূপ অবহেলা, বালক শিক্ষোপযোগী, গ্রন্থ প্রণয়ন কর্ত্তার এরূপ তাচ্ছিল্য আমাদের মত সমালোচকেরা কখনই মার্জ্জনা করিতে পারে না। ৫০ সূত্র। "যদি কোন রাশি অন্য কোন দুই বা ততোধিক রাশির গুণনীয়ক হয়, তাহা হইলে তাহাদের সমষ্টী ও অন্তরেরও গুণনীয়ক হইবে।" "অন্তর" এই পদের পরিভাষা নাই। এটি আমরা কখনই লক্ষ্য করিতাম না কিন্তু গ্রন্থকার প্রথমেই এককের লক্ষণের উদ্যম করাতে আমরা ও তাঁহার গ্রন্থ পর্য্যা-লোচনা করিতে করিতে লক্ষণ প্রিয় হইয়াছি। যদি বিয়োগ-ফল ও অন্তর এই দুই শব্দ প্রতিশব্দ ভাবে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য হইয়াছিল তবে বিয়োগ ফলের লক্ষণের সময় বিয়োগ ফল বা অন্তর কহে এরূপ লিখিলেই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক স্পষ্টতা রক্ষা হইত ও বৈজ্ঞানিক সাবধানতার পরি-চয় পাওয়া যাইত। ঐ ৫০ সূত্রে আর একটু পরে "৩৬ এই রাশিটি ৯ এর গুণিতক সুতরাং—৩৬=৩×১২। "এখন সুতরাং ও কখন দেখি নাই। তাহার পরেই গ্রন্থকার বলিতেছেন।

"৯ এই গুণিত কটির গুণনীয়ক ৩ এবং এইরূপ অন্যান্য গুণিতকের ও গুণনীয়ক ৩ হইবে; এবং উহারও গরিষ্ঠ ১৫রও যে কোন গুণিতকের গুণ-নীয়ক ৩ হইবে যেমন। ১৫×৫=৭৫=৭৫—৩+২৫" "৯" এই গুণিতকটির কথা এখানে কেন, ৯এর গুণি-তকের কথা বলা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ছিল এমন ভুল ভাল নয়। "উহার ও গরিষ্ঠ" একটি অঙ্কের গরিষ্ঠ এ আবার কেমন ব্যাকরণ। ৭৫এর-ঋণ চিহ্ন কেন? ৩১ পৃষ্ঠার শেষ হইল। আমরা ও বাঁচিলাম! এক পৃষ্ঠা সমালোচনা করিতে আমাদের কত কথা বলিতে হইল। আমরা এত কখনই বলিতাম না এবং যদিও গ্রন্থকার আমাদের এককের লক্ষণ দিয়া ভুলাইতে পারেন নাই কিন্তু এমন স্থলে তিনি "মুদ্রাকরের ভ্রম বশাৎ" বলিলে আমরা তাহার কথায় বিশ্বাস করিতাম কিন্তু তিনি সে পথ খাইয়াছেন। লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতকের লক্ষণে ও ঠিক সেই রূপ ভুল রহিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি গ্রন্থকারকে আমরা মার্জ্জনা করিতে পারিলাম না। আরো গুটি কত কথা বলা আবশ্যক। গ্রন্থকার যেমন দুয়ের মধ্যে গরিষ্ঠ বলেন তেমনি তিনের মধ্যে বৃহত্তর বলেন। ৩৬ পৃষ্ঠায় "৩, ৫, ৬, এর মধ্যে ৬ বৃহত্তর।" তাঁহার মৌলিক রাশির লক্ষণ হইল "যে অঙ্ককে তাহার সদৃশ রাশি ভিন্ন, অন্য কোন অঙ্ক দ্বারা নিঃশেষে বিভাজিত হয় না" কিন্তু ৩৬ পৃষ্ঠায় ৬ একটি মৌলিক রাশি বলিলেন। তাঁহার রচনা পদ্ধতি বিষয়ে আমরা একটি কথা বলি। তিঁনি ২য় পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "পাটিগণিতে সাধারণ সকল সংখ্যাই নিম্ন লিখিত কএকটি অঙ্ক দ্বারা প্রকাশিত হয় যথা ১২—৯,০ যাহারা ক্রমান্বয়ে এক দুই—ইত্যাদি—নয় শূন্য বলিয়া পঠিত হয়"। যাহারা না বলিয়া ইহারা বলিলে ভাল হয় না? বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে উপরে যে রূপ ভ্রম দেখান গেল সেরূপ যেন আর না দেখিতে হয়। গ্রন্থকার পরিশ্রম করিয়াছেন অনবধানতা বা অবহেলা করিয়া তাহার ফল ভোগে বঞ্চিত থাকিবেন না। বালকেরা ও যেন ভুল শিক্ষা না করে। গ্রন্থকার "গণিত দর্পণ "সংশোধিত করিয়া বাধিত করিবেন।

প্রেরিত

মহাশয়

১। বিগত ১৩ই পৌষ তারিখে মহেশপুর গ্রামে লীলাবতী নাটকাভিনয় পুনঃ সংস্ককরণ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। অভিনয় ক্রিয়া সম্পাদক অদ্ভুত ব্যক্তি কলাপ নিমন্ত্রণ করিয়া স্বীয় বিদ্যা ও বুদ্ধির যথোচিত দুরবস্থা প্রদর্শন করিয়া-ছেন। অধিক কি বলিব ঐ সকল আহুত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ইদৃশী দূরদর্শী ও বিজ্ঞ যে দর্শন শেষে ছাপ কবি, যাত্রা কত্তি ভাল আমি আশাবিধ প্রসংসা বাদ প্রকাশ করত স্বীয় স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও দূর-দর্শিতার বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়া অজ্ঞ ও অপরিচিত ব্যক্তিগণকে চিরবাধিত করিয়াছিলেন। আহা! অভিনয় স্থলে ইহাদেরই মুখ নিঃসৃত কতিপয় উৎসাহপ্রদ বাক্যে আমরাও উৎসাহিত ও মোহিত হইয়াছিলাম। এমন স্থানে নাটকাভিন মাত্রই অত্যুৎকৃষ্ট, অতি প্রশংসনীয় ও অতি রমণী তদ্বিষয়ে অনুমাত্রও সংশয় জন্মিতে পারে না

২। গত সপ্তাহের এডুকেশন বার্ত্তাবহ অবগত হইলাম উক্ত গ্রামস্থ কোন ব্যক্তি নাট-ভিনয় দোষ গুণ বর্ণনা স্থলে লিখিয়াছেন "হরবি লাস চট্টোপাধ্যায় যোগে যাগে তিন কুড়ি সাত রা-খিয়া ছিলেন। ললিতের বাক্য অস্পষ্ট। ভোলানাথ নামেও যা কার্য্যেও তাই। রাজ লক্ষ্মী অলক্ষ্মী রূপা হইয়াছিল।" এই সকল দোষ দর্শক বৃন্দ দর্শন ক-রেন নাই, লেখক অন্ধকারে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়াছেন অথবা উক্ত দর্শক সম্প্রদায় ভুক্ত নিশ্চয় বলিতে পা-রেনা বোধ হয় দোষ গুণ বর্ণনা এই ব্যক্তির নিতান্ত আবশ্যক বোধ হওয়ায় হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া নির্দ্দোষ, ললিত, ভোলানাথ, ও হরবিলাসের উপর দোষভার অর্পিত করিয়াছেন।

৩। নাটকাভিনয় যথার্থ দোষ রাসী এই। তৎ কালিক রাজলক্ষ্মী শরীরে স্ত্রী সৌসাদৃশ্য প্রাপ্তি দুস্কর। লীলাবতী স্ত্রীজাতি সুলভ লজ্জা বসবর্ত্তিনী হইয়া গীত সময় সঙ্কুচিতা ও অপরিস্ফুট স্বর বহি-র্গত করিয়াছিলেন। দৃশ্যপঠ সুচিত্রিত না হওয়া পল্লীগ্রাম নাটকাভিনয় প্রমাণ স্বরূপ প্রতীয়মান হইতেছিল। ঘরোয়া ঐকতান অতি কর্কশ শ্রবণে প্রতীত হইল সুরস বাদ্যকারি ভয়ে পল্লীগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়মান হইয়াছে যন্ত্রগুলি সেই শোকে মৃদু মৃদু রোদন করিতেছে।

কৃষ্ণনগর } বশম্বদ
১৩ জানুয়ারি } শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র শর্ম্মা।

বিজ্ঞাপন।

দুইটী বারেন্দ্র শ্রেণী বৈদ্যের ১০।১১ বৎসর বয়স্কা অবিবাহিতা কন্যা আছে। তাহাদের পিতা ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুসারে কন্যাদ্বয়ের বিবাহ দেওয়ার ইচ্ছা করেন। যাহারা এ সম্বন্ধে যাহা লেখা আবশ্যক বোধ করেন অমৃত বাজার কার্য্যালয়ে প্রিণ্টারের নিকট লিখিবেন। মেয়ে দুইটী অতিশয় সুশ্রী ও সুশীলা এবং লেখা পড়া উত্তম রূপে শিক্ষা করিতেছে।

১৭ বৎসর বয়স্কা বারেন্দ্র শ্রেণী একটী বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যা পুনর্ব্বার বিবাহিতা হইতে সম্মত আছেন। ইনি সাতিশয় সুশ্রী, সচ্চরিত্রা এবং বিদ্যাবতী। একাদশ বৎসরের সময় বিধবা হইয়াছেন। বর ব্রাহ্মণ জাতিয় এবং বারেন্দ্র শ্রেণী হইলেই ভাল হয় কিন্তু জাতি তে ব্রাহ্মণ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক যাহার এসম্বন্ধে কিছু লেখা আবশ্যক হয় তিনি অমৃত বাজারের প্রিণ্টারের নিকট পত্র লিখিবেন।

বিজ্ঞাপন।

চরিতাষ্টক মূল্য ॥০ } (১) রাজাকৃষ্ণ চন্দ্ররায়, (২) ভারত চন্দ্র রায় (৩) জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, (৪) কৃষ্ণ পান্তী, (৫) রাজারাম মোহন রায়, (৬) মতিপাল, (৭) হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়; (৮) পদ্মলোচন মুখোপাধ্যায়। ইহাঁদের জীবন চরিত।

পদ্য ময় মূল্য ৵০ } ইহা প্রথমশিক্ষার্থী বালকগণের জন্য সহজ বিষয়ে সরল কবিতায় রচিত। এই সকল পুস্তক রাণাঘাটে আমার নিকট এবং কলিকাতা কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ১৩ নং বাটীতে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

শ্রীকালীময় ঘটক

READY FOR SALE.

A DIGEST of the ACTS and REGULATIONS for the Subordinate Executive Service Examination—price Rs 8; also a COMPILATION of the ACTS and REGULATIONS for B. L. and Pleadership Examinations – price Rs 9. Apply to Hridoy Chundra Dass Manager of the Victoria Press, 3, Bisshanath Mattylal's Lane, Bowbazar, CALCUTTA.

NOTICE

A Novel full of Mystiries in Bengali.

"আমার গুপ্তকথা" ২য়পর্ব্ব ২৪ফরমায় সমাপ্ত হইয়া রঙ্গিন ঠাইটেল বাঁধান হইয়া পুস্তকাকারে বিক্রিত হইতেছে। মূল্য ৸৴ ডাক মাশুল ৵ আনা, ৩য় পর্ব্বের ৫৬সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছে। প্রতি ফরমার নগদ মুল্য অৰ্দ্ধ আনা, কলিকাতা শোভা বাজার শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীতে আমার নিকট পাওয়া যায়। সাহাজানে দরবারের রহস্য প্রকাশক "উজীরপুত্র" নামে আর এক খানি নবেল প্রতি শুক্রবার প্রকাশ হয়, মূল ঐ। এবং "বিদূষক" নামে এক খানি বাঙ্গালা Punch প্রতি শনিবার প্রকাশ হয়, মূল্য ঐ। উজীর পুত্র ১৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত এবং বিদূষক ৭ম সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছে। এই তিন খানি পুস্তক কলিকাতা শোভা বাজার শ্রীযুত কুমার উপেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীতে আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীঅমৃত কৃষ্ণ ঘোষ

ভারতবর্ষের ভূবৃত্তান্ত। কৃষ্ণচন্দ্ররায় প্রণীত। মূল্য।০ মাত্র। কলিকাতা সংস্কৃত ডিপজটরীতে পাওয়া যায়।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে অমৃত বাজার পত্রিকা আফিশ কলিকাতা বহুবাজার হিদেরাম বাঁড়ুর্য্যের গলি ৫২ নং বাটিতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। পত্রাদি সেখানে পাঠান হয়।

সর্পাঘাত।

মাল বৈদ্যদের মতে সর্পাঘাত চিকিৎসা দ্বিতীয় সংস্করণ। ডাক্তার ফিয়ার সাহেব এ সম্বন্ধে যে গবেষণা করেন ও মতামত ব্যক্তরিয়াছেন তাহার সার ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। মালবৈদ্যদের হাতে রোগী মরেনা ও তাহাদের চিকিৎসা প্রণালী যে অতি উৎকৃষ্ট সর্পাঘাত পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন। মুল্য সমেত ডাকমাশুলছয় আনা।

শ্রীচন্দ্রনাথ কর্ম্মকার
অমৃত বাজার।

সঙ্গীত শাস্ত্র। প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। উহার দ্বারা নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরুপদেশ ভিন্ন অভ্যস্ত হইতে পারিবেক। উক্ত পুস্তক কলিকাতাস্থ সংস্কৃত ডপেজিটারিতে. কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীট ব্যানার্জি এণ্ড ব্রাদারের লাইব্রেরিতে, এবং নিম্ন স্বক্ষরকরীর নিকট তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়ের মাশুল ৴০ আনা। কেহ নগদ ৫্ টাকার বা ততোধিক মুল্যের পুস্তক লইলে শতকরা ১২ টাকা এবং ৫০ টাকা বা ততোধিক মুল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন।

শ্রীনীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
যশোহর অমৃত বাজার।

এই পত্রিকার বাবদ বরাৎ চিঠি মনিঅডর প্রভৃতি যাহারা পাঠাইবেন তাঁহারা কলিকাতা বহুবাজার হিদেরাম বাড়ুর্য্যের গলি৫২নং বাটিতে শ্রীযুক্তবাবু হেমন্ত কুমার ঘোষের নামে পাঠাইবেন।

লেখ্য বিধান।

প্রজা জমিদার কি মহাজন কি খাতক ক্রেতা কি বিক্রেতা প্রভৃতি বিষয়ী লোক দলিল লিখিবার ত্রুটিতে ক্ষতি গ্রস্থ হইয়া থাকেন অতএব লেখ্য সম্পাদক বিষয়ক নিয়ম গুলিলত্র এ প্রকাশিত হইলে সাধারণের সুবিধা ও ক্ষতি নিরণ সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া এইপু স্তনি প্রকশ হইয়াছে। মুল্য এক টাকা। কলিকাতা, শীতারাম ঘোষের ষ্ট্রিট ৮২ নম্বর ভবনে, অমৃত বাজার পত্রিকা কার্য্যালয়ে এবং যশোহরের মুক্তিয়ার বাবু চন্দ্র নারায়ণ ঘোষের নিকট প্রাপ্তব্য।

অবকাশরঞ্জিনী।

কতিপয় সুবিখ্যাত গ্রন্থকার দ্বারা অনুমোদিত হইয়া অবকাশ রঞ্জিনী সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন নানা বিষয়ে অনেক গুলি উৎকৃষ্ট রসাল কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। কবিতা রসপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই ইহা পাঠ করিয়া সম্ভবতঃ পরিতৃপ্ত লাভ করিবেন। মুল্য ১ টাকা যশোহর স্কুলের শিক্ষক বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্রে নিকট প্রাপ্তব্য।

চট্ট গ্রামেরএকজন সুশিক্ষিতযুবাইহার গ্রন্থকর্ত্তা

অমৃত বাজার পত্রিকার এজেণ্ট।

বাবু কেদার নাথ ঘোষ উকীল
যশোহর

বাবু তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল
কৃষ্ণনগর

বাবু হরলাল রায় বি, এ টিচার হেয়ার স্কুল
কলিকাতা

বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জমিদারের মুক্তিয়ার কাশিপুর

বাবু দীন নাথ সেন, গোহাটী

বাবু কৃষ্ণ গোপাল রায়, বগুড়া

গ্রাহক গণযখন অমৃত বাজার পত্রিকার মুল পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টারি করিয়া পাঠান।

যাহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মুল্য পাঠান তাহারা যেন নিয়মিত কমিসন সম্বলিত অর্দ্ধ আনার মুল্যেরটিকিট পাঠান।

ব্যারিং কি ইনসাফিসিয়াণ্ট পত্র অমরা গ্রহণ করিব না।

অমৃত বাজার পত্রিকা মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম।

বার্ষিক	৮্ টাকা
ষাণ্মাসিক	৪॥০
ত্রৈমাসিক	৩৷৶

এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মুল্যের নির্ণয়।

প্রতি পংক্তি।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার	৵
ও ততোধিক বার	৴১০

☞এই পত্রিকা বহু বাজার হিদেরাম বন্দোপাধ্যায়ের গলি ৫২নং বাটি হইতে প্রতি বৃহস্পতি বারে শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।